দৈনিক বাংলা

তারিখ: 26/৪/78
পৃষ্ঠা: ১ ... ৩

027

একজন ডাক্তার বিদেশে চলে গেলে দেশের ক্ষতি ৫ লাখ টাকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

একজন ডাক্তার বিদেশে চলে গেলে দেশের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হয়।

শুক্রবার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পেশকৃত খসড়া কর্মপত্রে একথা বলা হয়। এতে আরো বলা হয়ঃ ডাক্তার বা অনুরূপ দক্ষ নাগরিকদের গন্তব্য দেশসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই লোকসানের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দ্বারা এই শিক্ষা ব্যয়ের পরিপূরণ করা প্রয়োজন।

গতকাল শুক্রবার থেকে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক আবার শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত কর্মপত্রে আরো বলা হয়ঃ একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একজন ডাক্তার তৈরির জন্য রাষ্ট্রের ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৫ শত টাকা খরচ হয়। যে দীর্ঘ সময়ে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয় সেই সময়ে এই অর্থের ব্যবসায়িক মূল্য দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৩২ টাকা।

গতকাল অধিবেশনের শুরুতে কর্মপত্র সাব-কমিটির আহ্বায়ক জনাব আতাউস সামাদ কর্মপত্র পেশ করেন। এই কর্মপত্রে সাধারণ আলোচনার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়সূচী গ্রহণ করা হয়েছিল সে ছয়টি বিষয়ের উপর একটা খসড়া প্রস্তাব রয়েছে। এরপর থেকে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনাই অধিবেশনে চলবে।

এই কর্মপত্রে যেসব বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছেঃ (১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, (২) শিক্ষার কাঠামো, (৩) শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (৪) প্রাক প্রাথমিক স্তর, (৫) প্রাথমিক স্তর, (৬) মাধ্যমিক স্তর, (৭) উচ্চ শিক্ষা স্তর ও শিক্ষা প্রশাসনিক কাঠামো, (৮) গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থ সংস্থান, (৯) প্রেক্ষিতঃ উত্তরণ ও বাস্তবায়ন, (১০) শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য।

জনাব আতাউস সামাদ বলেন, এই কর্মপত্রে সাব-কমিটির সদস্যরা যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন তা কোনরকম সিদ্ধান্ত নয়। এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হবে।

(শেষের পৃঃ ৬-এর ৩ কঃ)

৫ লাখ টাকা

(১ম পৃঃ পর)

আবদুল কাদের সরকার

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি জনাব আবদুল কাদের সরকার পরিষদে আলোচনার জন্য পেশকৃত মূল কর্মপত্র সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিন্ন মত হলোঃ তা গণমুখী, উৎপাদনমুখী ও বৈষম্যহীন হতে হবে। আমি এর সাথে যোগ করতে চাই—আমাদের শিক্ষা অপচয়হীনও হতে হবে।

জনাব সরকার তাঁর বক্তব্যে অসংখ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, এদেশের প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা একেবারেই পরিকল্পনাহীন। একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে কমপক্ষে শতকরা ৯০ জন ইঞ্জিনীয়ার সুপারভাইজারী করছেন তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫ হাজার ইঞ্জিনীয়ার আছেন। প্রতি বছর ৬০০ গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার পাস করে বেরুচ্ছে। অথচ সত্যিকার অর্থে দেশে এঁদের কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, ৬০০ জন ইঞ্জিনীয়ারের জন্য বছরে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ এঁদের অবনিয়োগ করার ফলে কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। জনাব সরকার প্রকৌশল শিক্ষার ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখার জন্য পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই পরিসংখ্যান ভিত্তিক, অপচয়হীন ও যথার্থ কাজে ব্যবহারমুখী হতে হবে।

এরপর কর্মপত্র সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। এতে জনাব মীর আবদুল বাতেন স্কুল পাঠ্যবইতে সাধু ভাষার ব্যবহার ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে ধর্মীয় শিক্ষার সুপারিশ করেন।

(অসমাপ্ত)